দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৭ ......

কারিগরি বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস

ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ১০ বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল

॥ সালেহ টিটু, বরিশাল অফিস ॥

মোবাইলের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সারাদেশে অনুষ্ঠিত কারিগরি বোর্ডের
অধীন ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ সেমিস্টারের ১০ বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল
এবং পরবর্তী পরীক্ষাগুলো স্থগিত করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য কলেজ শিক্ষকরা
দেশের বেসরকারি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটগুলোকে দায়ী করেছেন। ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল
ইনস্টিটিউটে ৯ আগস্ট থেকে ২য় সেমিস্টার, ৪র্থ সেমিস্টার (১৯শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল

(২০শ পৃঃ পর)

এবং ষষ্ঠ সেমিস্টারের বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের চতুর্থ সেমিস্টার ফেব্রিকস
স্ট্রাকচার এন্ড এনালাইসিস অফ ক্লথ বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার রাতে মোবাইলে
পাওয়া প্রশ্নপত্রের সাথে গতকালের অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হুবহু মিলে গেলে আসল ঘটনা
ফাঁস হয়। ঐ কলেজের চতুর্থ বর্ষের একাধিক শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করা শর্তে
ইত্তেফাককে জানায়, পাবনার বেসরকারি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে ৬
আগস্ট মোবাইলে প্রশ্ন প্রশ্নপত্রের ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করা হয়। এরপর তারা
পাবনায় যোগাযোগ করলে মোবাইলে ফ্লেক্সির মাধ্যমে টাকা পাঠানোর পর প্রশ্নপত্র দেয়া
হবে বলে সেখান থেকে তাদেরকে জানানো হয়।
প্রথমে তারা বিষয়টি ভুয়া মনে করে তেমন আমলে নেয়নি; কিন্তু কিছু ছাত্র ৯ আগস্ট
অনুষ্ঠিত ৪র্থ সেমিস্টারের এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট-১'র প্রশ্নপত্র মোবাইলের মাধ্যমে
সংগ্রহ করে এবং পরীক্ষার প্রশ্নের সাথে তা হুবহু মিলে যায়। এরপর ৯ আগস্ট থেকে ২৭
আগস্ট পর্যন্ত ২য় সেমিস্টার, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ সেমিস্টারের প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে পরীক্ষা দিয়েছে
পরীক্ষার্থীরা। সেখান থেকে যেভাবে প্রশ্নপত্র বলা হয়েছে পরীক্ষার হলে একইভাবে প্রশ্ন
পাওয়া গেছে। একটি বিষয়ের প্রতি প্রশ্নের জন্য তাদের নিকট থেকে ৫শ' টাকা করে নেয়া
হয়। এ জন্য একটি বিষয়ে প্রশ্নপত্রের জন্য তাদেরকে ৫ হাজার টাকাও গুনতে হয়েছে। এ
টাকা পাবনায় থাকা ব্যক্তিটির মোবাইলে ফ্লেক্সির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।
অপর এক শিক্ষার্থী জানায়, সে যশোরের একটি বেসরকারি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট
থেকে একইভাবে প্রশ্নপত্র পেয়েছে। ঐ শিক্ষার্থীর মাধ্যমে পাবনা, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল ও
নোয়াখালীর সরকারি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ
করা হলে তারাও মোবাইলের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পেয়েছে বলে স্বীকার করে। এ ব্যাপারে
বরিশাল ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের একাধিক শিক্ষক ইত্তেফাককে জানান, ৯
আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় ৪র্থ সেমিস্টারের এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট-১, ২০ আগস্ট সকালে
২য় সেমিস্টারের বেসিক ইলেক্ট্রিসিটি এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং বিকালে ষষ্ঠ পর্বের
টেক্সটাইল স্ট্যাটিসটিক্স এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল, ২৩ আগস্ট চতুর্থ সেমিস্টারের ওয়েট
প্রসেসিং-২, ২৪ আগস্ট সকালে দ্বিতীয় সেমিস্টারের কেমিস্ট্রি-২ এবং বিকালে ষষ্ঠ
সেমিস্টারের টেক্সটাইল ক্যালকুলেশন, ২৫ আগস্ট চতুর্থ সেমিস্টারের টেক্সটাইল টেস্টিং এন্ড
কোয়ালিটি কন্ট্রোল-১, ২৬ আগস্ট সকালে দ্বিতীয় সেমিস্টারের টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল ও
বিকালে ষষ্ঠ সেমিস্টারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সকল পরীক্ষা
অনুষ্ঠানের পূর্ব দিন থেকে একাধিক পরীক্ষার্থী ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষকদের নিকট একই
প্রশ্নের উত্তর বার বার জানতে চায়। পরীক্ষা শুরুর দিকে শিক্ষকরা ব্যাপারটি তেমন গুরুত্ব
না দিলেও পরবর্তীতে তাদের সন্দেহ হয়। তারা পরীক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেও
তারা কোনভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা স্বীকার করেনি।
গতকাল অনুষ্ঠিত চতুর্থ সেমিস্টারের ফেব্রিকস স্ট্রাকচার এন্ড এনালাইসিস অফ ক্লথ
বিষয়ের শিক্ষার্থীরা বুধবার রাতে একইভাবে শিক্ষকদের নিকট একাধিক প্রশ্নের উত্তর
নিশ্চিত করতে গেলে তারা তা লিখে রাখেন। গতকাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তারা
দেখতে পান শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলোর সাথে বোর্ডের প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল
রয়েছে। বর্তমানে দেশের ৬টি সরকারি এবং ২৫টি বেসরকারি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে
কারিগরি বোর্ড থেকেই সকল প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়।
কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল কাসেম প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি স্বীকার করে
জানান, গতকাল অনুষ্ঠিত জরুরি সভায় পূর্বের সকল পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী পরীক্ষা
স্থগিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ঐ ৩ সেমিস্টারের সকল পরীক্ষা পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে।